তালাক দেওয়ায় কলেজ ছাত্রীকে কুপিয়ে হাত বিচ্ছিন্নের অভিযোগ, অভিযুক্ত সায়ন আটক

প্রেম নয়, তালাক দেওয়াকে কেন্দ্র করে কলেজছাত্রী স্মৃতি খাতুনকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করার অভিযোগ উঠেছে সায়ন নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। হামলায় স্মৃতির ডান হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মেয়েকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে তার বাবা সেলিম হোসেন ও মা রেবেকা খাতুনকেও কুপিয়ে আহত করা হয়। এ ঘটনায় অভিযুক্ত সায়নকে আটক করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে মেহেরপুর শহরের লর্ড মার্কেট এলাকায় ইলেকট্রনিক ব্যবসায়ী সেলিম হোসেনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবীর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আহত তিনজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

অভিযুক্ত সায়ন শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার হোটেল ব্যবসায়ী আবু তালেবের ছেলে। তিনি পেশায় ট্রাকচালক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেলিম হোসেন, তার স্ত্রী রেবেকা খাতুন ও মেয়ে স্মৃতি খাতুন নিজ বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। রাত দেড়টার দিকে জানালা দিয়ে সেলিম হোসেনের বাড়িতে প্রবেশ করে সায়ন। এরপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্মৃতির ওপর অতর্কিত হামলা চালায়।

একপর্যায়ে কুপিয়ে তার ডান হাত বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

স্মৃতির চিৎকার শুনে পাশের কক্ষ থেকে তার বাবা-মা ছুটে এলে সায়ন তাদের ওপরও ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। এতে তারা গুরুতর আহত হন। পরে সায়ন ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

তাদের চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে গুরুতর আহত তিনজনকে উদ্ধার করে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান।

খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থলে যায়। ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিলেন সায়ন। বুধবার (২৬ আগস্ট)

সকাল ৭টার দিকে শহরের মল্লিকপাড়ার একটি আমবাগান থেকে তাকে আটক করে পুলিশ।

এদিকে, সকালে র্যাবের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবীর জানান, সায়ন ও স্মৃতির মধ্যে দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিছুদিন আগে তারা বিয়ে করেন। বিয়ের কয়েকদিন পর দাম্পত্য কলহের জেরে স্মৃতি সায়নকে তালাক দেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এ কারণেই হামলার ঘটনা ঘটেছে।

তিনি আরও জানান, আটক সায়নকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে হামলার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।

মামলা ভিন্নখাতে নেওয়া এবং আসামীদের সাথে বাদীর যোগসাজসের অভিযোগ

ঝিনাইদহে ব্যবসায়ী বরুন কুমার ঘোষ হত্যা মামলা ভিন্ন খাতে নেওয়ার চেষ্টা ও তার জমি বিক্রির পায়তারার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন হয়েছে।

শনিবার (১৫ আগষ্ট) দুপুরে শহরের একটি রেস্টুরেন্টে এই সংবাদ সম্মেলন করেন নিহতের ভাই অরুন কুমার ঘোষ।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি মামলার বাদী বরুণের স্ত্রী টুম্পা রানী ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তিনি বলেন, ২০২৪ সালের ৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় শহরের হামদহ ঘোষপাড়া মোড়ে তার ভাই বরুন ঘোষকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। হত্যা মামলার বাদি হয় নিহতের স্ত্রী টুম্পা রানী ঘোষ। বর্তমানে টুম্পা রানী ঘোষ আসামীদের সাথে যোগসাজস করে মামলা ভিন্ন খাতে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এছাড়াও নিহতের জমি তার

স্ত্রী আইনবর্হিভুত ভাবে বিক্রি করছে।

অরুন ঘোষ অভিযোগ করে বলেন, আমার ভাই হত্যার যেন সঠিক বিচার না পাই সেজন্য টুম্পা রানী ঘোষ নানান পায়তারা করছে।

আসামীদের সাথে যোগসাজস করছে। এমনকি আমার নামেও বদনাম ছড়াচ্ছে। এছাড়াও আমার ভাইয়ের জমি আইন বর্হিভুত ভাবে বিক্রি করে টাকা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছে। কয়েকটি জমি বায়না করে মোটা অংকের টাকা নিয়েছে।

সেসব জমির ক্রেতারা ইতিমধ্যে জমি দখল নিয়েছে গাছপালা কেটে নিচ্ছে, আমি নিষেধ করলে আমাকে জানে মেরে ফেলার হুমকী দিচ্ছে। মিথ্যা সংবাদ সম্মেলন করে আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। মামলায় নিয়মিত উপস্থিত না হয়ে মামলার মেরিট দুর্বল করা হচ্ছে। যা বিচারের অন্তরায় তৈরি হয়।

মামলার সঠিক বিচার ও নিহত বরুনের নাবালিকা মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে জমি যেন বিক্রি করতে না পারে সে ব্যাপারে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন অরুন ঘোষ। সংবাদ সম্মেলনে অরুন ঘোষের স্ত্রী-সন্তানসহ পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদার কালিয়াবকরী গ্রামে বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কালিয়াবকরী মাঝপাড়ায় বাড়িতে হামলা, মারধর, ভাঙচুর ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় মজিবার রহমান (৫০) বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) দুপুরে দামুড়হুদা মডেল থানায় দেওয়া অভিযোগে মজিবার রহমান উল্লেখ করেন, জমি-সংক্রান্ত বিরোধসহ বিভিন্ন সামাজিক বিষয়কে কেন্দ্র করে একই গ্রামের কয়েকজনের সঙ্গে

তার পূর্ববিরোধ চলে আসছিল।

এর জেরে তাকে ও তার পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন সময় মারধর ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছিল বলেও অভিযোগে দাবি করেন তিনি।

অভিযোগে বলা হয়, ১৩ আগস্ট রাত আনুমানিক ২টার দিকে একই গ্রামের মিঠু, মিজা, নায়েব আলী, ভুট্টু, আশা, শহিদুল ইসলাম, ইয়াল ও হারুনসহ অজ্ঞাতনামা আরও ২৮ থেকে ৩০ জন দেশীয় বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে তার বাড়ির সামনে এসে গালিগালাজ শুরু করেন। একপর্যায়ে তারা বাড়ির সীমানাপ্রাচীর টপকে ভেতরে প্রবেশ করেন।

এ সময় একজন রামদা দিয়ে মজিবার রহমানকে আঘাত করার চেষ্টা করলে তিনি হাত দিয়ে তা প্রতিহত করেন। পরে কয়েকজন তাকে কিল-ঘুষি ও লাঠি-বাটাম দিয়ে মারধর করে শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম করেন। পরবর্তীতে আবারও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের চেষ্টা করা হলে তিনি ঘরের ভেতরে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিযোগে আরও বলা হয়, হামলাকারীরা বাড়ির ভেতরে থাকা টিনের চালা, গোয়ালঘর, টিনের ছাপড়া, প্রাচীরসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র ভাঙচুর করেন। এতে আনুমানিক ৩৮ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন অভিযোগকারী।

ঘটনার সময় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে প্রাণ রক্ষার জন্য ৯৯৯ নম্বরে ফোন করা হয় বলেও অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সময় হামলাকারীরা তাদের গুরুতর জখম ও প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন বলে দাবি করেন মজিবার রহমান।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দীন বলেন, “লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ঝিনাইদহে এক ব্যবসায়ীকে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদুজ্জামান বলেন, “একটি অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ফ্যামিলি কার্ড নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে মেহেরপুরে স্মারকলিপি প্রদান

ফ্যামিলি কার্ড তথ্য সংগ্রহকারী, সুপারভাইজার ও সুপারভাইজার-আইটি পদে নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ তুলে মেহেরপুরে স্মারকলিপি প্রদান ও সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

মঙ্গলবার (১১ আগস্ট) বিকেলে মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি দল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্মারকলিপি প্রদান করে। একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্মকর্তার কাছেও লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছে।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, ফ্যামিলি কার্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি। এর তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইয়ের কাজে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রভাব, পক্ষপাতিত্ব বা দলীয় আনুগত্য থাকা উচিত নয়। যোগ্যতার পরিবর্তে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ বা দায়িত্ব প্রদান করা হলে প্রকৃত সুবিধাভোগীরা বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা নিয়োগ তালিকা প্রকাশের আগে অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত, সত্যতা যাচাই এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে প্রকাশিত তালিকা বাতিলের দাবি জানান। পাশাপাশি স্বচ্ছ কমিটি গঠন করে পুনরায় নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্য, সৎ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়ার আহ্বান জানান তারা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা নজরুল ইসলাম, পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী

আবুল হোসেন, শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আজমাইন হোসেনসহ স্থানীয় নেতাকর্মী ।

বক্তারা বলেন, অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে পরবর্তী সময়ে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

মেহেরপুরে অনলাইনে জুয়া খেলার অভিযোগে ৪ যুবক গ্রেপ্তার

মেহেরপুর সদর উপজেলার খোকসা গ্রামের মালশাগাড়ি বিল এলাকায় অনলাইনে জুয়া খেলার অভিযোগে চার যুবককে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সাতটি মোবাইল ফোন ও পাঁচটি ডেবিট কার্ড জব্দ করা হয়েছে।

শনিবার (৮ আগস্ট) রাতে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেন মেহেরপুর জেলা ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) প্রদীপ কুমার সানা। এর আগে শুক্রবার দিবাগত রাত ২টার দিকে খোকসা মল্লিকপাড়ার শহিদুলের পুকুরপাড়ে একটি টংঘরে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন খোকসা গ্রামের মল্লিকপাড়ার আবুল কাশেমের ছেলে আমির হামজা (১৯), শামীম রেজার ছেলে আবু সামা শিশির (১৯), মোশাদ আলীর ছেলে জাহিদুল ইসলাম (২৫) এবং দোয়াত ইসলামের ছেলে নাহিদ হোসেন (২২)।

ডিবি পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অনলাইন জুয়া খেলার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে ডিবি পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় টংঘরের ভেতরে অনলাইন জুয়া খেলার অভিযোগে চারজনকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়।

অভিযানকালে তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সাতটি মোবাইল

ফোন ও পাঁচটি ডেবিট কার্ড উদ্ধার করা হয়। পরে উদ্ধার হওয়া আলামতগুলো জব্দ করে আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এ ঘটনায় গ্রেপ্তার চারজনের বিরুদ্ধে জুয়া প্রতিরোধ আইন, ২০০৬-এর ১৬, ১৭, ২৫ ও ২৭ ধারায় মেহেরপুর সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার নম্বর-০৮, তারিখ-৮/৮/২০২৬।

পুলিশ জানায়, প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে গ্রেপ্তার চারজনকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে মসজিদের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার উত্তর নারায়ণপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আলমগীর হোসেনের বিরুদ্ধে মসজিদের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। তার বিরুদ্ধে ডাকবাংলা বাজারের শতবর্ষী মসজিদ‘মাগুরাপাড়া বাইতুল মামুর জামে মসজিদ’র প্রায় ৪ লাখ ১৭ হাজার ৪’শ ৯০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ২০১২ সালে ওই মসজিদের ম্যানেজিং কমিটির ক্যাশিয়ার ছিলেন আলমগীর হোসেন। সেই সময় মসজিদের ১১ লাখ ১৭ হাজার ৬’শ ৮০ টাকা তার কাছে গচ্ছিত ছিল। পরবর্তী বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর মসজিদ কমিটি তার কাছে টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য চাপ দেয়। কয়েকদফায় আলমগীর হোসেন প্রথমে ৬ লাখ ১০ হাজার ও পরে আরও কিছু টাকা পরিশোধ করতে বাধ্য হয়। বাকি টাকা দিতে বারবার মসজিদ কর্তৃপক্ষ তাকে চাপ দিলে তিনি নানা তালবাহানা শুরু করে। সর্বশেষ ২০২৩ সালেও একাধিকবার মসজিদ কমিটি তাকে জরুরী নোটিশ প্রদাণ করে টাকা দিতে বললে আলমগীর হোসেন লিখিত ভাবে সময় নেন। এর ৩ বছর পার হলেও আজও বকেয়া ৪ লাখ ১৭ হাজার ৪’শ ৯০ টাকা পরিশোধ করেন নি তিনি।

এব্যাপারে মসজিদ কমিটির বিদায়ী সেক্রেটারী ওলিয়ার রহমান বলেন আমি দ্বায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে মসজিদের টাকা চেয়ে তার কাছে চিঠি দিয়েছিলাম কিন্তু তিনি টাকা পরিশোধ করার ব্যাপারে কোন কথা বলেন নি।

বর্তমান সেক্রেটারী হাজী শামসুল ইসলাম বলেন, আলম মাস্টারের কাছে কত টাকা মসজিদ কমিটি পাবে তার হিসাব আমার কাছে নেই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই এলাকার এক মুসল্লী বলেন, মসজিদ কমিটির সভাপতি বারী মন্ডল আলমগীর মাস্টারের কাছ থেকে টাকা আদায়ে উদাসীনতা দেখাচ্ছেন। তিনি আরও বলেন বারী মন্ডল যোগসাজস করে পুরো টাকা আত্মসাতের পায়তারা করছে। এছাড়াও বর্তমান মসজিদ কমিটির সহ-সভাপতি বিএনপি নেতা আব্দুর রহমান কামাল অভিযুক্ত শিক্ষক আলমগীর হোসেনের আপন ভাই হওয়ায় টাকা আদায়ে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

টাকার বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে বিএনপি নেতা আব্দুর রহমান কামাল। তিনি বলেন সকল টাকা নাকি পরিশোধ হয়েছে। কিন্তু আলমগীরের কাছে এখনও মসজিদের টাকা আছে বলে সত্যতা স্বীকার করেছেন সভাপতি বারী মন্ডল।

এ ব্যাপারে অভিযুক্ত আলমগীর হোসেন মাস্টার বলেন, কাগজপত্রে একটু সমস্যা ছিলো। টাকা সব পরিশোধ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার বেলগাছীতে চাচাতো দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে। আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী গ্রামে আপন চাচাতো দুই ভাই দলবল নিয়ে ধানি জমি জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছেন বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

মঙ্গলবার বিকেল ৪টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী পরিবার

স্থানীয় প্রশাসন ও থানায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে।

অভিযুক্তরা হলেন, বেলগাছী মালিথাপাড়ার ভেকু মালিথার ছেলে রাজু
(৩৮) এবং আজিবার মণ্ডলের ছেলে বাবলু রহমান (৪০)।

ভুক্তভোগী পরিবারের বরাতে জানা যায় , দীর্ঘদিন ধরে আজিবার মণ্ডল ও তার ভাই তফেলউদ্দিনের পরিবারের মধ্যে জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। পরবর্তীতে উভয় পক্ষের স্বজনদের উপস্থিতিতে পারিবারিকভাবে জমি ভাগ-বণ্টন নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু দুই ভাই মারা যাওয়ার পর আবারও জমির মালিকানা নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি হয়।

প্রবাসী মঞ্জু রহমান (তফেলউদ্দিনের ছেলে) অভিযোগ করে বলেন, আমার বাবার নামে রেজিস্ট্রি করা জমি জোর করে দখল করা হয়েছে। আমি বিদেশে থাকায় সেই সুযোগ নেওয়া হয়েছে। জমিগুলো এক বছরের জন্য চাষাবাদের উদ্দেশ্যে অন্যের কাছে বন্দোবস্ত দেওয়া ছিল। তারা ইতোমধ্যে জমি প্রস্তুতও করেছিলেন। কিন্তু আমার চাচাতো ভাই রাজু ও বাবলু দলবল নিয়ে এসে জমি দখল করে নেয়। বাধা দিলে ভয়ভীতি ও মারধরের হুমকি দেয়।

জমির খতিয়ান ও দাগ নম্বর উল্লেখ করে মঞ্জু রহমান আরও জানান , ৭৮ নং বেলগাছী মৌজার আরএস খতিয়ান নম্বর ২৫৯২-এর দাগ নম্বর ১১৮৯৯ , আরএস খতিয়ান নম্বর ২৫৯৩-এর দাগ নম্বর ১৬১৩২, ১৬২৫২ ও ১৬৪৪১ এই দাগগুলোর জমি তার বাবার নামে ক্রয়কৃত। তবুও ফুফুদের জমির দাবি তুলে ওই দাগগুলোর জমি জোরপূর্বক দখল করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান , ঘটনার পর থেকে গ্রামজুড়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে। তারা বলেন , উভয় পক্ষের দীর্ঘদিনের এই জমি বিরোধ গ্রামের শান্তি নষ্ট করতে পারে।

স্থানীয় এক প্রবীণ ব্যক্তি বলেন, এলাকায় এর আগেও জমি বিরোধ হয়েছে, কিন্তু এবার পরিস্থিতি অনেক বেশি ভয়াবহ হতে পারে। দু’পক্ষের কাউকেই বাড়ি থেকে বের হতে দেখা যাচ্ছে না। যে কোনো সময় সংঘর্ষ বাঁধতে পারে। প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

এক কৃষক জানান , ওই জমিতে ইতিমধ্যে চাষের কাজ শুরু হয়েছিল। দখলের পর এখন সব কাজ বন্ধ রয়েছে। চাষিরা ক্ষতির মুখে পড়েছেন। আমরা দ্রুত নিষ্পত্তি চাই, নইলে গ্রামে বড় অশান্তি হতে পারে। আরও কয়েকজন গ্রামবাসী অভিযোগ করেন , রাজু তাদের লোকজন নিয়ে গ্রামে

ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। কেউ মুখ খুলতে সাহস পায় না।

অভিযুক্ত বাবলু ও রাজু আলী সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তা সম্ভব হয়নি এবং বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় ইউপি সদস্য ঘটনাটি নিশ্চিত করে জানান , তিনি উভয় পক্ষকে শান্ত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন এবং বিষয়টি উপজেলা প্রশাসন ও থানাকে জানানো হয়েছে।

এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী পরিবার আলমডাঙ্গা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন। তারা প্রশাসনের কাছে দ্রুত তদন্ত ও ন্যায়বিচার কামনা করেছেন।

আলমডাঙ্গায় ১৮ লাখ টাকা আত্মসাৎ ও নারী নির্যাতনের মামলা

আলমডাঙ্গায় নারী নির্যাতন মামলা ও বিপুল অর্থ আত্মসাৎ এর অভিযোগে চার আসামির বিরুদ্ধে আদালত সি আই ডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে প্রায় ১৮ লাখ টাকা আত্মসাৎ, জাল কাবিননামা তৈরি, শারীরিক নির্যাতন ও ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগে চার জনের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা আমলী আদালতে মামলা হয়েছে। সোমবার (৩ আগস্ট) ভুক্তভোগী তাসলিমা খাতুন (৩৪) এই মামলা দায়ের করলে আদালত মামলা গ্রহণ করে (সিআইডি) কে তদন্তের নির্দেশ দেন।

বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট আবুল কালাম আজাদ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, অভিযোগপত্র দেখে সিআইডিকে তদন্তের ভার দিয়েছেন আদালত।

মামলার আসামিরা হলেন- উপজেলার কুমারী গ্রামের কাজল আলীর ছেলে প্রধান আসামি আব্দুল্লাহ (৩০)।

একই এলাকার হারেজ আলীর ছেলে তার সঙ্গী দিপু (৪৫), মোছা. রুকসানা আক্তার শিরিন (৩৫) এবং নজরুল ইসলামের ছেলে সাদ্দাম (৩০) ।

অভিযোগে বলা হয়েছে, প্রধান আসামি আব্দুল্লাহর সঙ্গে তাসলিমা খাতুনের পরিচয় হয় এবং তিনি তাকে বিয়ের আশ্বাস দেন। সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলে আব্দুল্লাহসহ অভিযুক্ত আসামিরা নানা কৌশলে তার কাছ থেকে নগদ টাকা , গরু বিক্রি , জমি বিক্রি , স্বর্ণ বিক্রির টাকা ও সমিতি থেকে নেওয়া ঋণের অর্থসহ মোট ১৮ লাখ টাকা হাতিয়ে নেন । পরে অভিযুক্তরা তাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে সাদা কাগজে সই করিয়ে নেয় এবং সেই স্বাক্ষর ব্যবহার করে জাল কাবিননামা ও অন্যান্য জাল কাগজপত্র তৈরি করে।

তাসলিমা খাতুন সাংবাদিকদের জানান, আসামিরা তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। ভুয়া বিয়ের পর আসামিরা যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় এবং প্রতিবাদ করলে কয়েকজন নিজেদের মানবাধিকারকর্মী ও পুলিশ পরিচয় দিয়ে তাকে ভয় দেখান। একপর্যায়ে তাকে মারধর করে সাদা কাগজে সই করানো হয়। থানায় অভিযোগ না নেওয়ায় শেষ পর্যন্ত আদালতের শরণাপন্ন হতে হয় তাকে। তিনি সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান ।

আদালত মামলাটির সুষ্ঠু তদন্তের জন্য অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডিকে নির্দেশ দিয়েছেন। আদালত সূত্র জানিয়েছে, তদন্ত শেষে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

৫ পদে নিয়োগে অর্ধকোটি টাকা লেনদেন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি দারুচ্ছুন্নাহ নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসায় জাল স্বাক্ষর ও অনিয়মের মাধ্যমে পাঁচটি পদে নিয়োগ দেখিয়ে অর্ধকোটি টাকা লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের তীর মাদ্রাসার সুপার আবু জাফর ও পরিচালনা কমিটির সভাপতি আব্দুল মান্নানের দিকে।